তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরি বিষয়ক নির্দেশিকা ২০২১

(তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ

(বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্টা নং
	প্রথম অধ্যায়	
১.	নীতিমালার সাধারন বিষয়	১
	দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাথমিক বিষয়াদি	
২.	আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর পটভূমি	১
৩.	নির্দেশিকার উদ্দেশ্য	১
৪.	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি	১
৫.	সংজ্ঞা	২
	তৃতীয় অধ্যায়: নীতিমালা	
৬.	তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস	৫
৭.	স্ব-প্রণোদিত তথ্য	৬
৮.	চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য	৭
৯.	কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়	৭
১০.	কারিগরি তথ্য	৭
১১.	অকারিগরি তথ্য	৭
১২.	তথ্যের ভাষা	৭
১৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি	৮
১৪.	আবেদন প্রক্রিয়া	৮
১৫.	তথ্য প্রদানের সময়সীমা	৮
১৬.	তথ্যের মূল্যতালিকা	৯
১৭.	তথ্য প্রদানে অপারগতা	৯
১৮.	আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা	৯
১৯.	তথ্য অবমুক্তকরণ ছক	১০
২০.	ফরম ক: তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র	১১
২১.	ফরম খ: তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ	১২
২২.	ফরম গ: আপীল আবেদন	১৩
২৩.	ফরম ঘ: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি	১৪

প্রথম অধ্যায়: নীতিমালার সাধারন বিষয়

১.০ নির্দেশিকা প্রণয়ন কতৃপক্ষ: আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ

১.১ নির্দেশিকা জারির তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২১

১.২ যে নামে নির্দেশিকা কার্যকর হবে: তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরি বিষয়ক নির্দেশিকা- ২০২১

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাথমিক বিষয়াদি

২.০ আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর পটভূমি ও কোম্পানির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎখাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ইং তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ –এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ০১ মার্চ ২০০৩ইং তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রুপান্তর করা হয়। এপিএসসিএল –এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন (এপিএস) কমপ্লেক্স -কে এপিএসসিএল -এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ০১ জুন ২০০৩ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পনীর সকল কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সহ কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনার উপর ন্যস্ত করা হয়।

এপিএসসিএল এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১২১৮.৭৬ কোটি টাকা। প্রাথমিক ভাবে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা। গত ২২ মে ২০০৩ইং তারিখে স্বাক্ষরিত ১ম Provisional Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে ৬৬১.৪০ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং তারিখে স্বাক্ষরিত Final Vendor's Agreement এর মাধ্যমে বাবিউবো'র নামে অতিরিক্ত ৫৫৭.২৬ কোটি টাকার শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানীর মোট শেয়ারের ৯৯.৯৯% বিপিডিবি এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মালিকানায় রয়েছে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা যেমনঃ নদী, ভারী সরঞ্জামাদি পরিবহন সুবিধা (সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ), জ্বালানী উৎস (গ্যাস নেটওয়ার্ক) ইত্যাদি আবশ্যক সুবিধাসমূহ বিবেচনা করে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার "আশুগঞ্জ" উপজেলায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি বিদেশী নির্মাণ কোম্পানির সাথে ১৯৬৬ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 'আশুগঞ্জ' তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের কাছাকাছি এবং মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত বলে সে সময়ে দেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারিত হয়। মেঘনা রেলসেতুর উত্তর-পূর্ব দিকের ৩১১ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে মোট ১২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৮ সালে প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহের স্থাপন কাজ শুরু হয় এবং

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে ইউনিট দুটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। উক্ত ২টি প্রকল্পের পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্য আরও ৩টি ইউনিট স্থাপনের জন্য কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদানুযায়ী জার্মানির মেসার্স Lahmyer International কে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা শেষে প্রতিটি ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ইউনিট (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫) স্থাপনের পক্ষে মতামত প্রদান করে। IDA, KFW (German Govt.), কুয়েত, OPEC তহবিল ও ADB এর আর্থিক সহায়তায় এই ৩টি ইউনিট স্থাপন করা হয়। উল্লেক্ষ্য, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হওয়ায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সরঞ্জাম সমূহ ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হয়। Turbo - জেনারেটরের অংশ সরবরাহ ও স্থাপন করে জার্মানির মেসার্স BBC (বর্তমান ABB) এবং বয়লার অংশ জাপানের IHI কোম্পানির তৈরি এবং সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ করে জাপানের মেসার্স Mitsui and Co. অন্যান্য প্রধান যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং স্থাপন করে মেসার্স BBC (জার্মানি), মেসার্স IHI (জাপান), মেসার্স KDC (কোরিয়া) এবং মেসার্স PCC (কোরিয়া)। মেসার্স Lucky International (কোরিয়া) 230KV আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল সঞ্চালন লাইন স্থাপনের কাজ করে।

এই তিনটি ইউনিট পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ এবং মে, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে চালু করা হয়। ইউনিট ৩ ও ৪ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় ব্রিটিশ আর্থিক সহায়তায় একটি কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি গ্যাস টারবাইন এবং ৩৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি স্টীম টারবাইন নিয়ে গঠিত কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্টটির মোট ক্ষমতা ছিল ১৪৬ মেগাওয়াট । ইউনিটটির প্রধান যন্ত্রপাতি তৈরি এবং স্থাপনার কাজ করে ইংল্যান্ডের GEC কোম্পানি (বর্তমান ALSTOM,UK)। কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্টটির জিটি-১, এসটি এবং জিটি-২ ইউনিট সমূহ পর্যায়ক্রমে ১৯৮২, ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ইং সালে চালু হয়।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০১০ সালে এপিএসসিএল সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্পেন ভিত্তিক স্বনামধন্য কোম্পানী TSK প্রকল্পটির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে। ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মোকাবিলায়, এপিএসসিএল ২০১৩ সালে আরও ৪টি জ্বালানি সাশ্রয়ী বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি, ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) ও ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে, আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি প্রকল্পটি কোরিয়ান The Consortium of Hyundai Engineering Co., Ltd. and Daewoo International Corporation এর মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়, যা ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ২২৩

মেগাওয়াট। ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার প্রকল্পটি পিপিপি এর আওতায় দেশীয় স্বনামধন্য কোম্পানী ইউনাইটেড এ্যানার্জির সাথে যৌথভাবে United Ashuganj Energy Ltd. (UAEL) কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়, যা ০৮ মে ২০১৫ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫ মোগাওয়াট। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) প্রকল্পটি স্পেন ও সুইডেন ভিত্তিক স্বনামধন্য কোম্পানী The Consortium of Inelectra International AB, Sweden and TSK Electronica Electricidad S.A., Spain. কোম্পানী যৌথভাবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইপিসি হিসেবে কাজ করে, যা ১৮ জুলাই ২০১৬ইং তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮৩ মোগাওয়াট। আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি ও আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সাউথ) প্রকল্পদ্বয় ECA অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়। সর্বশেষ বাস্তবায়িত আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ) প্রকল্পটি উন্নয়ন অংশীদারী সংস্থা ADB ও IDB এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তায়িত হয়। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে স্পেন ভিত্তিক কোম্পানী The Consortium of Technicas Reunidas S.A & TSK Electronica Y Electricidad S.A, Spain যৌথভাবে ইপিসি হিসেবে কাজ করে, যা জুন,২০১৭ই এ বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ৩৮৬ মোগাওয়াট। ইতোমধ্যে কারিগরী আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় ইউনিট ১ এবং ইউনিট ২ কে অবসর প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এপিএসসিএল-এর চলমান ৮টি ইউনিটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৯০ মেগাওয়াট।

সরকারে জ্বালানী বহুমূখীকরণ উদ্যোগের আওতায়, এপিএসসিএল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি কয়লাভিত্তিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে, এপিএসসিএল পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ায় ‘কলাপাড়া ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র’ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ৯২৫.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপিত ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ১ম কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টটির লাইফ টাইম শেষ হওয়ায়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সাথে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জায়গায় নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এপিএসসিএল এর ১ম কম্বাইন্ড সাইকেল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আশুগঞ্জ ৪০০ মোগওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গত জুলাই, ২০১৮ইং তারিখে শুরু হয়, যা ২০২১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যায় ২৯৩১ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারী সংস্থা ADB , IDB ও GoB বর্ণিত প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। চায়নাভিত্তিক CNTIC-CCOEC Consortium প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছে। এপিএসসিএল এর ভবীষ্যত কর্মপরিকল্পনায় পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের (ইউনিট ১ থেকে ৫) স্থলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এছাড়া, বিকল্প জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে ১০০ মেগাওয়াট গ্রীড টাইড সোলার পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কাজ চলছে।

এপিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্রেগুলোর প্রধান জ্বালানী হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বাষ্প তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেক্ষ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি একটি স্লুইস গেট –এর সাহায্যে আশুগঞ্জ- সরাইলের এর বিশাল এলাকার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

২.১ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে অবাধ ও স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরি নির্ধারণ করাই হচ্ছে নির্দেশিকা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনের বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যেকোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। জনগণের শাসনতান্ত্রিক ও আইনগতভাবে তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর জনসম্পৃক্ত তথ্য অবমুক্তকরণ ও প্রচারের লক্ষ্যে একটি বিধিগত কাঠামো প্রণয়নই এ নির্দেশিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.২ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ শিল্প সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার নীতি ও কর্ম কৌশল প্রণয়ন করে থাকে। এ সকল কর্মকান্ড বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত রাখার নীতিতে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ বিশ্বাস করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে অবাধ তথ্য প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ উদ্দেশ্যে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ দেশের নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী।

২.৩ সংজ্ঞা

ক) **তথ্য:** তথ্য অর্থে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগবই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা তাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট বা নোটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

(খ) **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:** তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর নিয়োজিত কর্মকর্তা।

(গ) **তথ্য প্রদান ইউনিট:** আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অধীনে গঠিত তথ্য প্রদান ইউনিট।

(ঘ) **কর্তৃপক্ষ:** কর্তৃপক্ষ বলতে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ বুঝাবে।

(ঙ) **আপীল কর্তৃপক্ষ:** আপীল কর্তৃপক্ষ বলতে সচিব, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ বুঝাবে।

(চ) **তথ্য কমিশন:** তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিশন।

তৃতীয় অধ্যায়: নীতিমালা

৩.০ তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এসব তথ্য সরবরাহ করতে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ বাধ্য থাকবে। আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ সংরক্ষিত তথ্য সমূহকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে-

- স্ব-প্রণোদিত তথ্য
- চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য
- কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

৩.১ স্ব-প্রণোদিত তথ্য

এই শ্রেণির আওতাভূক্ত তথ্যগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর ওয়েবসাইটে (www.apscl.gov.bd) প্রকাশিত থাকবে। স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা নিম্নরূপঃ

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা				
ক্রম	**তথ্যের বিবরণ**	**তথ্য প্রকাশের মাধ্যম**	**তথ্য হালনাগাদের সময়**	**তথ্য হালনাগাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর**
১.	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তথ্য	ওয়েবসাইট	প্রয়োজন অনুসারে	পিএন্ডডি
২.	প্রকল্প সমূহের তথ্য	ওয়েবসাইট	মাসিক	পিএন্ডডি
৩.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এনওসি	ওয়েবসাইট/নোটিশ বোর্ড	প্রয়োজনানুসারে	এইচআর/ আইসিটি
৪.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	ওয়েবসাইট	বাৎসরিক	এইচআর
৫.	শুদ্ধাচার কৌশল	ওয়েবসাইট	বাৎসরিক	এইচআর
৬.	উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের যোগাযোগের ঠিকানা	ওয়েবসাইট	প্রয়োজনানুসারে	এইচআর
৭.	নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	ওয়েবসাইট	প্রয়োজনানুসারে	এইচআর
৮.	এইচএসই কার্যক্রম	ওয়েবসাইট	প্রয়োজনানুসারে	এইচএসই
৯.	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	ওয়েবসাইট	বাৎসরিক	প্রকিউরমেন্ট
১০.	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	ওয়েবসাইট	বাৎসরিক	এমআইএস ও আইসিটি
১১.	বন্ড ও শেয়ার সম্পর্কিত	ওয়েবসাইট	প্রয়োজনানুসারে	কোম্পানি সচিবালায়
১২.	সিটিজেন চার্টার	ওয়েবসাইট	ত্রৈমাসিক/ প্রয়োজনানুসারে	এইচআর
১৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট/মুদ্রণ	বাৎসরিক	কোম্পানি সচিবালায়
১৪.	ইআইএ ও অন্যান্য পরিবেশগত প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট	বাৎসরিক	ইএইচএস
১৫.	নিউজ ও ইভেন্ট	ওয়েবসাইট/ফেসবুক পেইজ	প্রয়োজনানুসারে	কোম্পানি সচিবালায়
১৬.	টেন্ডার নোটিশ	ওয়েবসাইট/মুদ্রণ	প্রয়োজনানুসারে	প্রকিউরমেন্ট
১৭.	সচেতনতামূলক প্রচারণা	ওয়েবসাইট/ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড	ট্রেনিং প্ল্যান অনুযায়ী/ প্রয়োজনানুসারে	এইচআর/ আইসিটি/ কোম্পানি সচিবালায়
১৮.	সরকারের বিদ্যুৎখাতের সফলতার প্রচারণা	ওয়েবসাইট/ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড	প্রয়োজনানুসারে	পিএন্ডডি/ কোম্পানি সচিবালায়

নোটঃ উপরে উল্লিখিত তথ্য হালনাগাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর যথাসময়ে আইসিটি বিভাগে তথ্য প্রদান করে থাকে এবং আইসিটি বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য ওয়েবসাইটে হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে

৩.২ চাহিবামাত্র প্রদানে বাধ্য তথ্য

এই শ্রেণির আওতাভুক্ত তথ্যগুলো আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ-এর অনুমোদন ব্যতিরেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাহিদাকারীকে প্রদান করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য, কোম্পানি/বোর্ডের পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য, কোম্পানির উল্লেখযোগ্য ক্রয় সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য ইত্যাদি।

৩.৩ কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ-এর জন্য প্রয়োজ্য কতিপয় তথ্য যা কোন নাগরিককে প্রদান করতে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ বাধ্য থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭ ধারায় উল্লেখিত তথ্য, কোম্পানির গোপনীয় সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা, কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের ব্যক্তিগত তথ্য, কোম্পানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গোপনীয় বিষয় সংক্রান্ত তথ্য, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন, সরকারিভাবে গোপনীয় হিসেবে ঘোষিত/স্বীকৃত তথ্য এবং এছাড়া সময়ে সময়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ ঘোষিত তালিকা মোতাবেক গোপনীয় তথ্য ইত্যাদি।

৩.৪ কারিগরি তথ্য

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সমূহ কারিগরি তথ্যের আওতাভূক্ত। উদাহরণস্বরূপ- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিচালনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অংশবিশেষ যেমন: টারবাইন, বয়লার, এইচআরএসজি, আরএমএস, সাবস্টেশন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যবহৃত প্রযুক্তি, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নাম, বিনিয়োগকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যয়, ফুয়েল, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন আরম্ভের তারিখ, মোট উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি।

৩.৪ অ-কারিগরি তথ্য

আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ এর বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সমূহ বাদে অন্যান্য তথ্যসমূহ অ-কারিগরি তথ্যের আওতাভূক্ত। উদাহরণস্বরূপ- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এনওসি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার কৌশল, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের যোগাযোগের ঠিকানা, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ ও ইভেন্ট, টেন্ডার নোটিশ, সচেতনতামূলক প্রচারণা, সরকারের বিদ্যুৎখাতের সফলতার প্রচারণা ইত্যাদি।

৩.৫ তথ্যের ভাষা

(ক) ৩.০ নং সেকশনে প্রদেয় যেসব তথ্যের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় পাওয়া যাবে।

(খ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ তথ্যটি যেভাবে প্রকাশ, ছাপা এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে সেভাবেই প্রদান করা হবে।

(গ) আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ কোন তথ্য ভাষান্তর/ অন্য ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তর করে দেয়ার দায়িত্ব নিবে না।

৩.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব এবং কর্মপরিধি

তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাই, তথ্য চাহিদাকারীর সাথে যোগাযোগ, বিধি মোতাবেক তথ্য সরবরাহ, তথ্য সংরক্ষণ এ তথ্য প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও তথ্য অবমুক্তকরণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরী। ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তথ্য চাহিদাকারী হলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সার্বিক সহায়তা করা। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কমিশনের অন্য কোন পারদর্শী কর্মকর্তার সহযোগিতা নিতে পারবেন।

৩.৭ আবেদন প্রক্রিয়া

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে নির্ধারিত ফরমেটে মুদ্রিত ফরমে (ফরম 'ক') বা সাদা কাগজে বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ফরম আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে-

(অ) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) আবেদনকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী;

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন

অনুমোদিত পদ্ধতি;

(উ) আবেদনকারী প্রতিবন্ধী হলে সহায়তাকারীর তথ্য।

৩.৮ তথ্য প্রদানের সময়সীমা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা না থাকলে আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের সময়সীমা নিম্নরূপঃ

ক) কোন ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেফতার, কারাগার হতে মুক্তি সংক্রান্ত জরুরী বিষয় হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাধারণ তথ্য প্রদান করতে হবে [ধারা- ৯(৪)]

খ) অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক ইউনিট/কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট হলে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে [ধারা-৯ (২)]

গ) অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অনধিক ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা [ধারা -৯(৩)]

৩.৯ তথ্যের মূল্যতালিকা

ছাপানো তথ্যের জন্য যেখানে মূল্য নির্ধারিত রয়েছে সেই প্রতিবেদন বা কপির জন্য উক্ত মূল্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত মূল্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিল 'ঘ' ফরম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

৩.১০ তথ্য প্রদানে অপারগতা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন পাওয়ার ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

৩.১১ আপীল প্রক্রিয়া ও সময়সীমা

কোন ব্যক্তি তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৯ (১) (২) বা (৪) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর বা সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন। আপীল আবেদনে আপীলের কারণ উল্লেখপূর্বক তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা'র ফরম 'গ' অনুযায়ী করা যাবে। আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৬ বিধি মতে শুনানী শেষে আপীল নিস্পত্তি করবেন।

	নির্দেশক্রমে **মোহাম্মদ আবুল মনসুর এসিএস, এফসিএমএ** কোম্পানি সচিব আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ

তথ্য অবমুক্তকরণের ছক:

আবেদন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	আবেদনের বিষয়		সিদ্ধান্ত	
				তথ্য প্রদানকৃত	স্থগিত	খারিজ

ফরমের তালিকা

(অ) ফরম ‘ক’-তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র;

(আ) ফরম ‘খ’ -তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

(ই) ফরম ‘গ’-আপীল আবেদন;

(ঈ) ফরম ‘ঘ’- তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি ও তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি।

ফরম ক'
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	: .....
	পিতার নাম	: .....
	মাতার নাম	: .....
	বর্তমান ঠিকানা	: .....
	স্থায়ী ঠিকানা	: .....
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	: .....
	পেশা	: .....
২।	কী ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	: .....
৩।	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী	: .....
	(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি)	: .....
৪।	তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	: .....
৫।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	: .....
৬।	তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা	: .....
৭।	আবেদনের তারিখ	: .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম খ,
তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

তারিখ :

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর :

প্রতি

আবেদনকারীর নাম :

ঠিকানা :

বিষয় : তথ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .....তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা-

১। .....

.....

২। .....

.....

৩। .....

(.....)

দায়ত্বিপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম

পদবী

দাপ্তরিক সীল

ফরম গ,
আপীল আবেদন

১।	আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: .....
২।	আপীলের তারিখ	: .....
৩।	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে)	
৪।	যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: .....
৫।	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: .....
৬।	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: .....
৭।	প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: .....
৮।	আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	
৯।	অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: .....

আপীলকারীর স্বাক্ষর

ফরম ঘ'

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা-

ক্রঃ নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
১	২	৩
১	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য
২	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্য (২)তথ্য সরবরাহকারী ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য
৩	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্র মূল্যের	বিনামূল্যে
৪	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত